দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

23 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

C26

জনমত

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় কম্পিউটার

প্রতিবছর দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজে কেন্দ্রীয়ভাবে ১২০০ ছাত্র ভর্তি করা হয়। তবে এবার পূর্বঘোষণা ছাড়াই ১৩১০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে বর্তমান ভর্তি পরীক্ষার মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়।

প্রথমতঃ এবার মেডিক্যাল কলেজে এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। উত্তরপত্রের মধ্যে যদি কোন স্পট বা ভাঁজ পড়ে তবে মেডিক্যাল কম্পিউটার সেটা গ্রহণ করবে না। সেটা কর্তৃপক্ষেরই নির্দেশ। ফলে উক্ত ছাত্রের উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু একজন ছাত্রের পরীক্ষাকক্ষে মুখ্য কাজ হবে সুস্থ মস্তিষ্কে উত্তর দেয়া, উত্তরপত্রকে যত্ন করে রাখা নয়। ৩ ঘন্টা যাবৎ উত্তরদান করার সময় একজন ছাত্রের উত্তর পত্রের মধ্যে ভাঁজ বা স্পট পড়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তাছাড়া উত্তরপত্রের উপর ভাঁজ পড়া বা না পড়ার ওপর একটা ছাত্রের জ্ঞান পরিমাপযোগ্য নয়। এই কারণে এই বৎসর ভর্তি পরীক্ষায় অনেক ভাল ছাত্রও অকৃতকার্য হয়েছে। কম্পিউটারতো শুধু মেডিকাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই কম্পিউটারগুলোতে ভাঁজ বা স্পট পড়লেও কোন অসুবিধা হয়না। কম্পিউটার পদ্ধতি যদি রাখতেই হয় তবে কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটারের মত কম্পিউটার রাখলেই পারতেন। উল্লেখ্য, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় এইবারই প্রথম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কয়েক বছর আগে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হলে ৩য় বিভাগ ব্যতীত এসএসসি ও এইচএসসিতে মোট ১২০০ নম্বর (গ্রেস ও অতিরিক্ত নম্বর ব্যতীত) চাওয়া হয়েছে। মধ্যবর্তী সময়ে কর্তৃপক্ষ এসএসসি ও এইচএসসি-তে ১ম বিভাগ চেয়েছেন। এই বৎসর তাঁরা পুনরায় পূর্বের নিয়মে ফিরে এসেছেন। কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারছেন না কেন? আগামী বৎসর আবারও কি এসএসসি ও এইচএসসি-তে প্রথম বিভাগ চাওয়া হবে?

তৃতীয়তঃ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার সময় উত্তর পত্রে নাম লেখাটা বাঞ্ছনীয় নয়। মেডিক্যাল কলেজসমূহে পূর্ববর্তী ভর্তি পরীক্ষার সময় উত্তরপত্রে নাম ছিল না। তবে এবারের ভর্তি পরীক্ষায় কেন নাম রাখা হয়েছে?

পরিশেষে, মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে উল্লিখিত বিভিন্ন সমস্যার প্রতি কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি কামনা করছি।

হিরো বড়ুয়া
পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়